তথ্য অধিকার আইনের সুফল পাচ্ছে না বাগেরহাটের মানুষ

বাগেরহাট জেলা সদরে কর্মরত একজন সংবাদকর্মী বিগত এক বছরে কতটি টেন্ডার নোটিশ বের হয়েছে এই বিষয়ে জানার জন্য শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের নির্বাহী প্রকৌশলীর কাছে তথ্য অধিকার আইনে আবেদন পত্র জমা দিতে যান। কিন্তু তৎকালীন নির্বাহী প্রকৌশলী জানিয়ে দেন, এই বিষয়ে তিনি কোন তথ্য দিতে পারবে না, তাই তিনি এটি গ্রহন করবেন না। নিরুপায় হয়ে ওই সংবাদকর্মী খুলনা বিভাগীয় তত্ত¡◌াবধায়ক প্রকৌশলীর কাছে ফোন করেন। তিনি সবকিছু শুনে বলেন, এটিতো ওনার গ্রহন করার কথা। কিন্তু কেন গ্রহন করছেন না? নানা কথার পর ওই সংবাদকর্মী আবেদনের কপিটি ওই অফিসে জমা দিতে পারেন নি। আর খুলনা বিভাগীয় অফিসের সেই তত্ত¡বধায়ক প্রকৌশলীও গ্রহন করার আগ্রহ প্রকাশ করেন নি। একই সাথে প্রায় ৫৫ কিলোমিটার দুরের বিভাগীয় শহরে গিয়ে উর্ধতন কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদনপত্রটি জমা দেয়ার আগ্রহ হারিয়ে ফেলেন ওই সংবাদকর্মী। এইভাবে নানা জটিলতায় তথ্য অধিকার আইনের সুফল থেকে বঞ্চিত হচ্ছে জেলার মানুষ।

তাছাড়া প্রয়োজনীয় প্রচারণার অভাবসহ নানা কারনে সাধারন মানুষ তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে তেমন কিছু জানেন না। কি জন্য, কিভাবে, কার কাছে আবেদন করতে হবে এবং এতে কি সুফল তিনি পাবেন এমন কোন বিষয়ে তাদের কিছুই জানা নেই।
বাগেরহাট আদালত চত্ত¡রে কথা হয় শরণখোলা উপজেলার নলবুনিয়া গ্রামের ছগির মাঝির সাথে। তিনি বলেন, আমি গ্রামের মানুষ। আমি এইসব তথ্য অধিকার আইন সম্পকেই কিছু জানি না। আইনতো জানবে উকিলরা।

রামপালের শোনাতুনিয়া গ্রামের মিজান ঢালী বলেন, তথ্য অধিকার নামে কোন আইন আছে এটা তিনি কোন দিনই শোনেন নি। আর এর কাজই বা কি সে সম্পর্কে তিনি কিছুই জানেন না।

বাগেরহাট জেলা পর্যায়ের বিভিন্ন সরকারী দপ্তরগুলোতে গিয়ে দেখা গেছে, বেশির ভাগ দপ্তরে কোন তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তা নেই। যেসব অফিসে তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তা মনোনীত নেই, সেই সব অফিসে

অপরদিকে বিভিন্ন দপ্তরে নিযুক্ত তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তাদেরও আন্তরিকতার অনেক অভাব রয়েছে। তাদের সহযোগীতা খুবই প্রয়োজন।

একই সাথে এই আইনে কিছু জটিলতা রয়েছে। তথ্য কমিশনের আপিল করতে হলে ঢাকাতে করতে হবে। সময় ও অর্থ নস্ট করে সবাই এটাতে আগ্রহী হবে না।

তিনি বলেন, তথ্য অধিকার আইনের সুফল জনগনের দ্বারপ্রান্তে পৌছাতে হলে প্রয়োজন ব্যপক প্রচারণা। তা ছাড়া তথ্য অধিকার আইনকে পাঠ্যপুস্তকে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। একই সাথে তথ্য কমিশন নয়, জেলা পর্যায়ে একজন কর্মকর্তাতে নিয়োগ দিতে হবে যিনি জেলার সকল আপিল নিস্পত্তি করতে পারবেন। ফলে তথ্য গ্রহিতার হয়রানী কমবে বলে মনে করেন প্রবীন এই সাংবাদিক নেতা।

তথ্যের অবাধ প্রবাহ এবং জনগণের তথ্যের অধিকার নিশ্চিত করার জন্য ২০০৯ সালে তথ্য অধিকার আইন প্রণয়ন করা হয়।